কলকাতা হাই কোর্টে

(দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি, হরিস ট্যান্দন

এবং

মাননীয় বিচারপতি, প্রসেঞ্জিত বিশ্বাস

২০২৩ সালের এফ. এম. এ ২৯৯

শ্রীমতী অষ্টাসাখী ঘোষ এবং আরেকজন

বনাম

শ্রী নরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং আরেকজন

আপিলকারীদের জন্য ঃ শ্রী অরুণাভ পতি, উকিল

রায় দেন ঃ ১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি, প্রসেনজিৎ বিশ্বাসঃ-

১) ২০১৯ সালের ৪ নং মালিকানা আপিলের সাথে সম্পর্কিত প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিটিকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারী তাত্ক্ষণিক আপিলটি পছন্দ করেছেন।

২) ২.১১.০৮.২০২২ তারিখের বিতর্কিত রায় পাস করে, প্রথম আপিল আদালত পক্ষগুলিকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরে ১৯৯২ সালের উপহার দলিলের বৈধতার বিষয়ে মামলার রায় দেওয়ার জন্য মামলার রেকর্ডটি বিচার আদালতে প্রেরণ করে।

৩) প্রথম আপিল আদালতের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, তাৎক্ষণিক আপিলটি আপিলকারী দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৪) মামলার সম্পত্তি মূলত একজন বিয়য় চন্দ্র ঘোষের ছিল এবং তাঁর বৃদ্ধ বয়সে বাদীরা তাঁর দেখাশোনা করতেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বাদী এবং মামলার ৩ নং গৌণ বিবাদী পক্ষের পক্ষে একটি উপহার দলিল কার্যকর করেছিলেন যাতে মামলা সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব থাকে। বাদী এবং ৩ নং গৌণ বিবাদী উভয়ই উপহারটি গ্রহণ করেছিলেন এবং মামলা সম্পত্তির দখল পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে, বর্তমান রেকর্ড অফ রাইটস তাদের নামে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপরে, তারা আবাসিক ভবন নির্মাণ করে মামলা সম্পত্তি তৈরি করেছিল। বিজয় চন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিরোধ ও গোলযোগ দেখা দেয় এবং তার স্ত্রী এবং বিবাদী নম্বর ১ এবং ২ মামলার সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ উপভোগে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করে, যদিও, তারা স্যুট সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, মালিকানা বা স্বার্থ পায়নি কারণ এটি ইতিমধ্যে বাদী এবং গৌণ বিবাদী নং ৩-কে উপহার দেওয়া হয়েছিল।

৫) বাদীদের দ্বারা বলা হয়েছে যে উপহারের দলিলটি প্রকৃতপক্ষে নির্বাহক বিজয় চন্দ্র ঘোষ দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল এবং এই সত্যটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভালভাবে জানার পরে, দুর্বোধ্য অভিপ্রায় নিয়ে বিবাদীরা বাদীদের দখলকে বিঘ্নিত করতে শুরু করে এবং অন্য কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে তারা যথাযথ ত্রাণ পাওয়ার জন্য আদালতের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে।

৬) বিবাদী/বিবাদীরা (এখানে) মামলায় তাদের উপস্থিতিতে প্রবেশ করে এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এর বিরোধিতা করে যেখানে তারা নির্দিষ্ট আবেদন করে যে মামলার সম্পত্তি কখনই বাদীদের নয় এবং তারা একটি জাল দলিলের ভিত্তিতে একই দাবি করছে। তারা বিজয় চন্দ্র ঘোষের দ্বারা বাদীদের পক্ষে উপহারের দলিল কার্যকর করার বিষয়টি অস্বীকার করে এই বলে যে উপহারের দলিলের উক্ত নির্বাহক কখনই বাদী এবং ৩ নং গৌণ বিবাদী দ্বারা দেখাশোনা করা হয়নি।

৭) রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণের মূল্যায়নের পর বিজ্ঞ বিচার আদালত বাদীদের পক্ষে মামলার রায় দেন। এরপর, বিবাদীরা প্রথম আপিলের পক্ষে রায় দেন এবং শুনানির সুযোগ পাওয়ার পর, বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত পক্ষগুলিকে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার পর ১৯৯২ সালের ১৬০৩ নং দানপত্র বৈধ কিনা তা নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মামলাটি বিচার আদালতে ফেরত পাঠান। উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিলকারীরা এই তাৎক্ষণিক আপিলের পক্ষে রায় দেন।

৮) বিবাদী/বর্তমান উত্তরদাতাদের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হল যে বিজয় চন্দ্র ঘোষ কখনও বাদীর পক্ষে উপহারের দলিলটি কার্যকর করেননি এবং কার্যত তারা উপহারের দলিলের কার্যকরকরণকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যা সেই ক্ষেত্রে প্রদর্শ ৮ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

৯) সাধারণত, উপহারের দলিল প্রমাণের জন্য দাতা এবং সাক্ষী উভয়কেই পরীক্ষা করতে হয়, এটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার বাধ্যতামূলক বিধান। মূল প্রশ্নটি হল ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপহার দলিল কার্যকর করার জন্য উত্তরদাতারা বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা।

১০) যদি কোনও নথির প্রত্যয়ন প্রয়োজন হয়, তা হলে তা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে না, যতক্ষণ না অন্তত একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে তার নির্বাহী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, যদি কোনও জীবিত প্রত্যয়নকারী সাক্ষী থাকেন এবং আদালতের প্রক্রিয়া সাপেক্ষে এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম না হন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনও নথির নিষ্পত্তির প্রমাণ হিসাবে কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে ডাকার প্রয়োজন হবে না, উইল নয়, যা ভারতীয় নিবন্ধকরণ আইন, ১৯০৮-এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত হয়েছে, যদি না সেই ব্যক্তির দ্বারা এটি কার্যকর করা হয় যার দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছে বলে মনে করা হয়, বিশেষভাবে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং, সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা উপহার দলিল কার্যকর করার প্রমাণের উদ্দেশ্যে একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীকে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করে। এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য যে উপহারের দলিলটি দুইজন প্রত্যয়িত সাক্ষী দ্বারা নিবন্ধিত এবং সত্যায়িত হয়।

১১) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে উপহার দলিলটি বানোয়াট এবং সেই দলিলের দ্বারা কোনও শিরোনাম পাস করা হয়নি। উপরন্তু, কোনও প্রত্যয়িত সাক্ষী আইনের দ্বারা প্রয়োজনীয় উপহারের উক্ত দলিলের কার্যকরকরণ প্রমাণ করার জন্য আদালতে আসেননি। আমরা আরও দেখতে পাই যে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি সম্পূর্ণরূপে উপহারের দলিলের উপর নির্ভর করে।

১২) প্রথম আপিল আদালত স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, উপহারের উক্ত দলিলের বৈধতা সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্ট কোনও সমস্যা তৈরি করেনি এবং পক্ষগুলিকে সেই বিষয়ে প্রমাণ জমা দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং সেই অনুযায়ী, প্রথম আপিল আদালত যথাযথভাবে মামলাটি ট্রায়াল কোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে যাতে উপহারের দলিল বৈধ কিনা বা না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং সেই ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরে বিচার আদালত দ্বারা একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৩) তদনুসারে, আমরা দেখতে পাই যে তাত্ক্ষণিক আপিলের কোনও যোগ্যতা নেই এবং সেই অনুযায়ী, এটি খারিজ করা হয়।

১৪) যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

১৫) বিজ্ঞ বিচার আদালতকে এতদ্বারা মামলাটি ত্বরান্বিত করার এবং কোনও অযাচিত ঘটনার কারণে প্রয়োজন না হলে উভয় পক্ষকে অপ্রয়োজনীয় স্থগিতাদেশ না দিয়ে এই তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে এটি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমি একমত।

(বিচারপতি, হরিশ ট্যান্ডন)

(**বিচারপতি, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস**)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly